সেন্ট যোসেফস্ স্কুল

অনলাইন মডেল টেস্ট - ২০২০

৯ম শ্রেণি

বিষয় ঃ হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

সময় - ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট **সৃজনশীল প্রশ্ন** **পূর্ণমান - ৭০**

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড় এবং সংশিস্নষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোন সাতটি প্রশ্নেরউত্তর দাও।]

১. শুভ্র ও তার মায়ের কথোপকথন-
শুভ্র: মা, দিনের পর রাত, রাতের পর দিন হয় কেন? দাদু মারা গেলেন কেন?
মা: এটি মহাবিশ্বের একটি নিয়ম। এর মূলে রয়েছেন স্রষ্টা। তাঁকে আমরা ঈশ্বর বলি।
শুভ্র: মা, ঈশ্বর কে? ব্রহ্মা, বিষ্ণু না শিব?
মা: এরা সকলেই এক ঈশ্বরের বিভিন্ন গ্রণ ও শক্তি এবং ঈশ্বরের সাকাররূপের প্রতিফলন। তাই আমরা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করি।
ক) বিষ্ণুর সর্বশেষ অবতার কোনটি? ১
খ) উপাসনা বলতে কী বোঝায়? ২
গ) অনুচ্ছেদে শুভ্রের প্রশ্নের জবাবে তার মা স্রষ্টার কোন ভূমিকার কথা ব্যক্ত করেন তা তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ) শুভ্রের মায়ের শেষোক্ত কথাটি- 'ঈশ্বরের সাকার রূপের প্রতিফলন'- বিশ্লেষন কর। ৪

২. ধর্মসভায় ধর্ম আলোচনা করতে গিয়ে প্রধান আলোচক বললেন, উপাসনার বিকল্প নেই। প্রতিদিন ঈশ্বরের উপসান করতে হবে। আমাদের সকল মঙ্গল-অমঙ্গল ঈশ্বরের হাতে। আমরা আমাদের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাবো। তাছাড়া বিশেষ পদ্ধতিতে ঈশ্বরের গুণগান করার রীতিকেই বলা হয় উপাসনা।
ক) 'ধর্মমূলো হি ভগবান'- কথাটির অর্থ কী? ১
খ) উপাসনা কাকে বলে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ) উদ্দীপকের আলোকে উপাসনার গুরুত্ব বিশ্লেষন করো। ৩
ঘ) উপাসনার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারি কীভাবে।৪

৩. কবিতা এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ার পূর্বে তার এক নিকট আত্মীয়ের সাথে দেখা করতে যায়। নিকটাত্মীয় তাকে বললেন, তোমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, পরীক্ষায় যাওয়ার পূর্বে তাঁর কথা স্মরণ কর। তিনিই তোমাকে তাঁও ঐশ্বরিক শক্তির মাধ্যমে রক্ষা করবেন। তিনি সবখানে আছেন এবং সর্বশক্তিমান। কবিতা ঐ আত্মীয়কে প্রণাম করে বাড়ি ফিরলেন।
ক) কখন স্রষ্টা জগতে অবতাররূপে অবতীর্ণ হন? ১
খ) দেবী দূর্গার পরিচয় দাও। ২
গ) উদ্দীপকের কবিতার আত্মীয়ের পরামর্শের আলোকে ব্রহ্মরূপে স্রষ্টার স্বরূপের ব্যাখ্যা প্রদান কর। ৩
ঘ) 'বেদ অনুসারে বলা যায় কবিতা যাকে স্মরণ করবে তিনি নিরাকার এবং নিশ্চল'- পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মতামত দাও। ৪

৪. মৌমিতার বোনের জন্মের সাত দিন পরেই তার ঠাকুরমার মৃত্যু হয়। প্রিয় ঠাকুরমাকে সে একা হয়ে পড়ে এবং মায়ের কাছে দুঃখ প্রকাশ করলে মা তাকে জীবাত্মা সম্পর্কে একটি ধর্মগ্রন্থের বক্তব্য বুঝিয়ে বলেন। মৌমিতা তা উপলব্ধি করতে পেরে শ্রদ্ধায় ঈশ্বরের প্রতি মাথা নত করে।
ক) ব্রহ্ম থেকে কী সৃষ্টি হয়েছে? ১
খ) ঈশ্বরকে কেন আদি শক্তি বলা হয়? ২
গ) অনুচ্ছেদে মৌমিতার মা কোন ধর্মগ্রন্থের বক্তব্য তুলে ধরেন তা তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা কর ৩
ঘ) মৌমিতার উপলব্ধিটি তোমর পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে মূল্যায়ন কর ৪

৫. দরিদ্র পরিবারের এক অসহায় মেয়ে কৃষ্ণা সারাদিন ভিক্ষাবৃত্তি করে কিছু টাকা এবং চাল নিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরছিল। তখন কিছু দুষ্কৃতকারী তার পিছু নেয়। মেয়েটি ভয়ে চিৎকার করতেই এক সাধু বাবা তাকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করে তাকে নিরাপদে বাগি পৌছে দিয়ে বলেন, 'সর্বদা ভগবানে বিশ্বাস রাখবে।'
ক) ভগবান শব্দের অর্থ কী? ১
খ) ধর্ম রক্ষতি রক্ষিতঃ বলতে কী বোঝায়? ২
গ) সাধু বাবাই যেন অবতারের প্রতিচ্ছবি- ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ) 'সর্বদা ভগবানে বিশ্বাস রাখবে'- বিশ্লেষণ কর? ৪

৬. সাতক্ষীরা জেলার নদী উপকূলবর্তী জগন্নাথপুর গ্রামের প্রশান্ত বিশ্বাসের বসতভিটা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ায় সে সর্বশান্ত হয়ে পড়ে। কিছুদিন যাবৎ সেখানে ত্রাণও পৌছাতে পারেনি। তাকে অভুক্ত অবস্থায় থাকতে হয়।যখন সে ত্রাণ পেল এমনি সময় মুমূর্ষু এক মহিলা তার কাছে খাবার প্রার্থন করে। তখন সে নিজে খাবার না খেয়ে তাকে দিয়ে দেয়। কারণ সে জানত মানবতাই ধর্ম।
ক) অযোধ্যার রাজা কে ছিলেন? ১
খ) মানুষকে স্রেষ্ঠ জীব বলা হয় কেন? ২
গ) প্রশান্ত বিশ্বাসের সাথে রন্তিবর্মার সাদৃশ্য কোথায়? বর্ণনা কর। ৩
ঘ) 'মানবতাই ধর্ম'- কথাটি বিশ্লেষন কর। ৪

৭. তপন একদিন বিকেলে বাসা থেকে বাজারে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে দেখতে পেল এক ছিনতাইকারী এক মহিলার গলার চেইন ধরে টান দিয়ে নিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে। সে সাথে সাথে দৌড়ে গিয়ে ছিনতাইকারীকে ধরে ফেলল। এক পর্যায়ে ছিনতাইকারী চাকুর আঘাতে তার হাতে আঘাত লাগে এবং সে মহিলার চেইন উদ্ধার করে তাকে ফেরত দিল।
ক) সৎসাহস কাকে বলে? ১
খ) কেন সংসাহসের প্রয়োজন হয়? ২
গ) উদ্দীপকের আলোকে প্রাপ্ত শিক্ষা, তুমি তোমার জীবনে কীভাবে কাজে লাগাতে পার? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ) 'সৎসাহসী ব্যক্তি সর্বদাই পূজনীয় ও অনুকরণীয়' উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৮. প্রজিত বিশ্বাস দরিদ্র পরিবারের সন্তান। পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য তাকে অল্প বয়সে অপরের দোকানে ম্যানেজারি করতে হয়। প্রত্যেক দিন তার হাতে প্রচুর টাকা-পয়সা লেনদেন হয়। মালিক সরল বিশ্বাসে তাকে ক্যাশের দায়িত্ব দিয়েছে। কিন্তু অভাব থাকলেও সে কোনোদিন বিশ্বাসের অমর্যাদা করেননি।
ক) কাঠুরিয়া কোথায় কাঠ কাটতে গিয়েছিলেন? ১
খ) জলদেবতা কার সততায় মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং কেন? ২
গ) অষ্টাঙ্গ প্রণাম বলতে কী বোঝায়? ৩
ঘ) 'সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা/নীতি'। এই উক্তিটি প্রজিত বিশ্বাসের জীবনে কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে? যুক্তি দাও। ৪

৯. অজয় বাবু ছোট কাল থেকে নম্র ও ভদ্র। গুরুজনদের সে সব সময় শ্রদ্ধা করে। আর্থিক অনটনে পড়ালেখা বেশি করতে পারেনি। প্রাপ্তবয়সে একটি টেক্সি চালিয়ে কোন রকমে দু'বেলা দু'মুঠো খেয়ে জীবনধারণ করে। একদিন টেক্সি চালানো শেষ করে বাসায় ফেরার পথে টেক্সির ভেতর একটি কাগজের প্যাকেট দেখতে পেয়ে তা বাসায় নিয়ে আসে। বাসায় গিয়ে দেখে প্যাকেটের মধ্যে অনেক টাকা। তখন সে প্যাকেটের গায়ে থাকা একটি মোবাইলে ফোন করে সব বললে, প্যাকেটের মালিক প্যাকেট নিতে এসে আবেগে আপ্লুত হয়ে অজয় বাবুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, এ প্যাকেট না পেলে তার আত্মহত্যা করা ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না। অবশেষে প্যাকেটের মালিক অজয় বাবুকে প্রচুর টাকা পুরষ্কার দিলেন।
ক) শিষ্টাচার কী? ১
খ) ধর্মপথ অনুসরণ-অনুশীলনের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২
গ) পাঠ্যবইয়ের কোন চরিত্রের সাথে প্যাকেটের মালিক চরিত্রের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় তা আলোচনা কর। ৩
ঘ) অজয় বাবুর কৃতকর্মটি গরিব কাঠুরিয়ার সততার আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

১০. ধর্মবিষয়ক শিক্ষক দীনেশচন্দ্র নবম শ্রেণিতে আদর্শ জীবনচরিত অধ্যায়ের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে এমন একজনের কর্মকান্ড তুলে ধরেন, যিনি ইউরোপীয় বেশভূষা ত্যাগ করে একজন জ্ঞান তপস্বিনীর বেশ ধারণ করেন এবং একটি আশ্রমের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আশ্রমটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে ওঠে। এমনকি তার সৌন্দর্যবোধ ও অভাবনীয় পরিকল্পনায় একটি নগরও গড়ে উঠে।
ক) শ্রীবিজয় কৃষ্ণের পিতার নাম কী? ১
খ) বিজয়কৃষ্ণ কেন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন? ২
গ) অনুচ্ছেদে ধর্মীয় শিক্ষক যে সাধক-সাধিকার কর্মকান্ড তুলে ধরেন তাঁর সাধনজীবন তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ) নগর প্রতিষ্ঠায় উক্ত সাধক-সাধিকার অবদান মূল্যায়ণ কর। ৪

১১. মৃন্ময়ী তার দাদুর কাছে জানতে পারে যে, দ্বাপর যুগে পুথবীতে প্রচুর অধর্ম হয়। সেই সময় শিশুপাল, জরাসন্ধ, কংস, দুর্যোধন প্রভৃতি দুষ্ট লোকের অত্যাচারে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। সাধু-সন্ন্যাসীদের দুর্দশার অন্ত ছিল না। সেই সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন।
ক) অবতার কী? ১
খ) পূর্ণাবতার ও অংশাবতারের মধ্যে পার্থক্য কী? ২
গ) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেন পৃথিবীতে অবতাররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন? ৩
ঘ) 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সত্য, শক্তি, সুন্তর ও শান্তির প্রতীক'- উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪